চলে গেছেন

নজরুলের সরাসরি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
সংগীত শিল্পী দীপালি নাগ তালুকদার

এএফএম ফতেউল বারী রাজা

নজরুল সংগীতের অবিস্মরণীয় শিল্পী দীপালি নাগ ছিলেন কলকাতার টালিগঞ্জ সংগীত রিসার্চ একাডেমীর রিসার্চ বিভাগের প্রধান। উপমহাদেশে জানামতে তিনিই পদ্ধতিগতভাবে রাগপ্রধান গানের প্রথম মহিলা শিল্পী। তিনি বিশ্বের বহুদেশে গিয়েছেন হয় তিনি নিজে সংগীতের ওপর শিক্ষা গ্রহণ করতে, নয়তো উপমহাদেশের ধ্রুপদী সংগীত পরিবেশন করতে। বিদেশে বেতার, স্টেজ এবং টিভিতে উপমহাদেশের উচ্চাঙ্গ সংগীত বিশেষ করে খেয়াল গানের বিশ্লেষণ ও পরিবেশন করেছেন।

শিল্পী দীপালি নাগ ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে দার্জিলিং শহরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা অধ্যাপনা সূত্রে আগ্রায় বসবাস করতেন। তাই তাঁর শৈশব ও কৈশোর কাটে আগ্রাতে। বাল্যকালে সঙ্গীতের প্রতি গভীর নিষ্ঠা থাকায় পিতা লেখাপড়ার পাশাপাশি সংগীতেও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। তিনি আগ্রা ঘরণায় ফৈয়াজ খান সাহেবের কাছে ১৯৩৬ সালে সংগীত শিক্ষা শুরু করেন। বয়স যখন ১৬/১৭-এর মাঝামাঝি তখন সবেমাত্র কলেজে ঢুকেছেন। প্রতি বছর কলকাতায় যাওয়া হত। সেবারও গেলেন। সালটা ১৯৩৭/৩৮ হবে। তখন কলকাতায় প্রচুর জায়গায় গান করে বেড়াতেন। বিশিষ্ট জায়গাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো ভবানীপুর সংগীত সম্মেলন এবং দীলিপ রায়ের বাড়ি। গান গেয়ে বেড়ানোর সুবাদে কোনো এক সময় এইচ এম ভি-র বিখ্যাত শ্রীযুক্ত হেম চন্দ্র সেন দীপালি নাগের গান শোনেন। গান শুনে দীপালির পিতা শ্রীযুক্ত জীবনচন্দ্র তালুকদারকে এইচ এম ভি-তে মেয়েকে নিয়ে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান। সেই আমন্ত্রণে দীপালি পিতার সাথে নলিন সরকার স্ট্রিটের এইচ এম ভি-র রিহার্সেল রুমে যান। ঢুকেই দেখেন এক ভদ্রলোক জ্বলজ্বলে চোখ, মাথাভর্তি কোঁকড়া চুল, কিছুটা মোটার দিকেই এবং মুখে পান ভর্তি, সামনে আবার বাটাও, পরণের কাপড় নেহাতই সাদামাটা, ২/১ টা বালিশের ওপর ভর করে বসে আছেন। হাতে কলম-পেন্সিল। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর দীপালিকে বললেন, 'বাংলা জানো?' বললো, 'হ্যাঁ।' 'গান শোনাও।' দীপালি তখন জয়জয়ন্তী আর নট-বেহাগ শিখছে। হৈ হৈ করে জয় জয়ন্তী রাগে 'মেরে মন্দিরে আব্‌লো ন্যহি আওয়ে' আর নট বেহাগ রাগে 'ঝন্ ঝন ঝন ঝন পায়েল বোলে' ছোট দু'টি খেয়াল শুনিয়ে দিল। খেয়ালগুলো নজরুলকে খুব আকৃষ্ট করলো। উত্তেজিত, ঘুম নেই। কী ভাবলেন, ভেবে বললেন, 'কাল এসো' বলেই খাতার কাগজে খস্ খস্ করে লিখে চললেন। কাল এলো, আবার দেখা। প্রাণোচ্ছল হাসি হেসে খাতা থেকে খেয়াল জয়জয়ন্তী রাগে ত্রিতাল গানের অনুকরণে লিখা:

'মেঘ-মেদুর বরষায় কোথা তুমি
ফুল ছড়ায়ে কাঁদে বনভূমি ॥
ঝুরে বারিধারা
ফিরে এস পথহারা
কাঁদে নদীজল তট চুমি ॥'

গানের পাতাটি ছিঁড়ে দীপালির হাতে দিলেন। বললেন, 'সুর করে নিও।' আরও বললেন, 'গতকাল খেয়াল জয় জয়ন্তী রাগে ত্রিতাল- এর যে গানটি শুনিয়েছ সে রাগেই কথাগুলো বসিয়ে নিও।' কমল দাস গুপ্তকে দায়িত্ব দিলেন রেকর্ডিং পরিচালনা করতে। দীপালি নাগ বন্দেসটিতে শুধুমাত্র কথাগুলো বসিয়ে দিলেন। আর সৃষ্টি হলো ইতিহাস। দীপালি নাগ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন, 'সেই দিন থেকে আমার আর এক জন্ম।'

রেকর্ডের অপর পিঠের জন্যে খেয়াল নট-বেহাগ রাগ ত্রিতাল-এর অনুকরণে গান লিখে দিলেন:

'ঝুম ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্
নূপুর বোলে
বন-পথে যায় কে বালিকা
গলে শেফালি মালতী মালিকা দোলে।
চম্পা-মুকুল গুলি
চাহে নয়ন তুলি
নাচে নট-বিহাগ শিখি তরুতলে ॥'

রেকর্ড নম্বর এন-১৭১৯৩, প্রকাশকাল-সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ।

এই দুটো গানই ছিলো দীপালি নাগের প্রথম গ্রামোফোন রেকর্ড। রেকর্ডটি বাজারজাত হওয়ার সাথে সাথে অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করে। আজো অসম্ভব জনপ্রিয় এই গান। দীপালি নাগের কণ্ঠে প্রথম সংগীত রেকর্ড হয় সেপ্টেম্বর ১৯৩৮

খ্রিস্টাব্দে। এর পরের বছরই অর্থাৎ ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে রেডিওতে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত পরিবেশন করতে শুরু করেন। আর এ বছরই তিনি আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এমএ পাশ করেন।

গান রেকর্ডিংয়ের পর দীপালি নাগ বাবার সাথে যখনই কলকাতায় আসতেন নজরুলের কাছে ছুটে যেতেন এবং আগ্রা ঘরণার কোনো নতুন শেখা রাগাশ্রয়ী গানের ছকে গান লিখিয়ে নিয়ে সুর রপ্ত করে গ্রামোফোন রেকর্ডে বাণীবদ্ধ করতেন। এবার এমনি একটি গানের উল্লেখ করছি যেটি দীপালি নাগ নজরুলকে আগ্রা ঘরণার 'কাফি-কানাড়া' রাগ ॥ ত্রিতাল 'পাবনা পায়ে তুমহারে মহিমা' শুনিয়ে ওই গানের ছকে বাংলা একটি গান রচনা করে দেবার জন্যে অনুরোধ করেন। নজরুল গানটি খুব মনোযোগ দিয়ে বেশ কয়েকবার শুনে ওই গানের ছকে কাফি-কানাড়া রাগে একটি গান রচনা করলেন বটে কিন্তু তাঁর নিজের আঙ্গিকে ত্রিতালের পরিবর্তে আড়া-চৌতালে।

'আঁখিপাতা ঘুমে জড়ায়ে আসে
ওগো চাঁদ জাগিয়া থেকো
সুদুর আকাশে।'

আড়া-চৌতাল ব্যবহার করায় গানের রূপ একেবারে বদলে গেল। এইচ এম ভি রেকর্ড নম্বর এন-২৭০৭৩, প্রকাশকাল-১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ। রেকর্ডের অপর পিঠের জন্যে লিখে দিয়েছিলেন-

গৌড়মল্লার ॥ তেতালা
'ফিরে নাই এলে প্রিয়
ফিরে এল বরষা
গুঞ্জরিল বনে বিরহিণী লতিকা
আমারি আশা-লতা হল না গো সরসা।'

নজরুল গবেষক আসাদুল হক সাহেব দীপালি নাগের পাঁচ বছরের ছোট হলেও নজরুল সংগীতের সূত্র ধরে তাঁর সাথে জানাশোনা দীর্ঘকাল থেকে। পঞ্চাশের দশকে কলকাতা থেকে চলে এলেও আন্তরিকতার এতটুকুও কমতি হয়নি। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে শিল্পী দীপালি নাগ তালুকদার টালিগঞ্জ, কলকাতার সংগীত রিসার্চ একাডেমীর রিসার্চ বিভাগের প্রধান হিসেবে কর্মরত। এই সময়ে কোনো একদিন আগে থেকে যোগাযোগ না করে আসাদুল হক সাহেব সস্ত্রীক টালিগঞ্জে তাঁর অফিসে গিয়ে দেখা করেন। সেদিন তিনি খুব ব্যস্ত ছিলেন। সেদিন সংগীত রিসার্চ একাডেমীতে খেয়াল গানের আলাপ পদ্ধতির ওপরে একটি সর্বভারতীয় সেমিনারের তিনিই ছিলেন কন্‌ভেনার। তবুও তিনি যখন শুনলেন ওনারা বাংলাদেশ থেকে এসেছেন তাঁর সাথে দেখা ও নজরুলের গানেরই বিষয় আলোচনা করার জন্যে, তিনি তাঁর অফিসের কামরায় তাদের বসিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করার ভাষণ দিতে গেলেন এবং সবিনয়ে আসাদ সাহেব এবং তাঁর স্ত্রীকে অপেক্ষা করার জন্যে বলে গেলেন। ওনাদের চা পর্ব শেষ না হতেই তিনি পুনরায় এসে তাদের সাথে কথা বলতে শুরু করলেন। নজরুলের বিষয় তাঁর কাছে জানতে চাইলে তিনি নজরুলের সৃষ্টির কথা বলতে গিয়ে আবেগভরে এক সময় একটি গানের দু'টি চরণও আসাদ সাহেব এবং তাঁর স্ত্রীকে গেয়ে শোনালেন। তিনি বার বার নজরুলকে চমৎকার সুরারোপের কথা বলে কবির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছিলেন।

আলোচনার মাঝে নজরুলের কোনো কোনো গানের আরোহণ, অবরোহণ এমনকি বন্দেশও খালি গলায় গেয়ে সুরের বিশ্লেষণ দিচ্ছিলেন। তিনি মত প্রকাশ করেন, 'নজরুল এক অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী সংগীত প্রতিভা। নজরুল মুক হয়ে যাওয়ায় বাংলাদেশের সংগীত জগতে যে প্রভুত ক্ষতি সাধিত হয়েছে শিল্পী সে কথা বার বার উল্লেখ করেছেন। ক্ষণজন্মা এই সংগীত প্রতিভার জন্যে তিনি হৃদয়ে বেদনা অনুভব করেন।

দীপালি নাগ তালুকদার-এর সারাজীবনের রেকর্ডকৃত গানের সংখ্যা প্রায় ২৫টি। এর মধ্যে নজরুল রচিত রেকর্ডকৃত গানের সংখ্যা প্রায় ২০টি কিংবা ২২টি। এইচ এম ভি রেকর্ড কম্পানিতেই তাঁর কণ্ঠে রেকর্ড হয়েছে ১৭টি। শিল্পীর গাওয়া রেকর্ডের সন্ধান করা সম্ভব হয়েছে ১৬টির। শিল্পীর জীবনের রেকর্ডকৃত গাওয়া শেষ নজরুল সংগীত দুটি হল:

সাওন্তী কল্যাণ ॥ তেতাল
'বিষাদিনী এস শাওন সন্ধ্যা
কাঁদিব দুজনে'
ভীম পলশ্রী ॥ তেতালা (ঢিমা)
'আমার মনের বেদনা
হে অভিমানী বুঝিলে না' ॥

রেকর্ড নম্বর ই পি ই- ৩১৭০, প্রকাশকাল-১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ। উল্লেখিত সংগীত দু'টি নজরুল নিজ হাতে শিল্পী দীপালির খাতায় লিখেছিলেন। আসাদুল হক সাহেব নজরুলের গান দু'টির ফটোকপি নিতে চাইলে দীপালি নজরুলের আরো দু'টি স্বহস্তে লিখিত গান দেখালেন। অত্যন্ত আনন্দের সাথে তাঁর খাতা থেকে চারটি গানের ফটোকপি দিলেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরই দীপালি নাগ ঢাকায় এসেছিলেন, বাংলাদেশের রাগ-সংগীতের মান নির্ণয় করতে। তখন তিনি উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ নজরুল গবেষক আসাদুল হক সাহেবকে এই বলে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, বাংলাদেশ যদি কখনো তাঁর কাছে উচ্চাঙ্গ সংগীতের ক্ষেত্রে কোনো সহযোগিতা চায় তবে তিনি তাঁর সাধ্যমত সাহায্য করতে প্রস্তুত। তাছাড়া তিনি আনন্দের সাথে বাংলাদেশ ভ্রমণ করবেন যদি তাঁকে হাতে সময় দিয়ে আমন্ত্রণ জানানো হয়। শিল্পীর এ যাত্রায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'ডাকসু' আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানের ছবি সংগ্রহ করা গেলেও শিল্পীর বক্তব্যের কোনো কপি সংগ্রহ করা যায়নি। এ অনুষ্ঠানে শিল্পীর সাথে তবলায় সহযোগিতা করেন ঢাকার শিল্পী মোহাম্মদ হোসেন। অনুষ্ঠানে গানের পরিবর্তে তিনি অনেক সময় নজরুল রচিত খেয়াল গান পরিবেশন করেছিলেন।

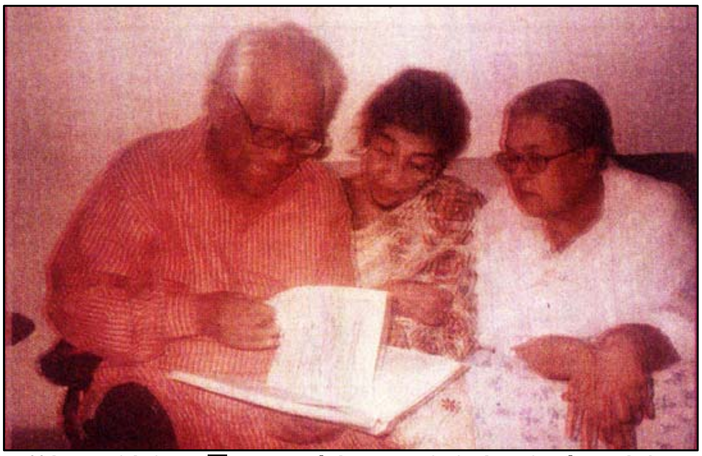
Aši½ Av‡jv‡K m¯^K Avmv`yj nK mv‡n‡ei mv‡\_ `xcvwj bvM

এই বরেণ্যে শিল্পী তাঁর কথা রেখেছিলেন এবং শেষবারের মত ঢাকায় এসেছিলেন আন্তর্জাতিক নজরুল চর্চাকেন্দ্রের আমন্ত্রণে গত বছর আগস্ট, ২০০৮ নজরুল মৃত্যু দিবসের অনুষ্ঠানে। রাতে আসাদুল হক সাহেব তাঁর বাসায় দীপালি নাগসহ তাঁর সফরসঙ্গীদের সম্মানে খাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন ড. বাঁধন সেন গুপ্ত, ড. জলজ ভাদুড়ী এব শিল্পী মাধবী মজুমদার। তাঁর পছন্দের রিচ খাবার 'বিরিয়ানী।' সেদিন তিনি আসাদুল হক সাহেবকে বলেছিলেন, 'তুমি কলকাতা গেলে আমি নিজের হাতে তোমাকে বিরিয়ানি রান্না করে খাওয়াবো।'

ঢাকা থেকে বিদায়ের দিন বিয়াম মিলনায়তনে রুমের মধ্যে অনেক লোক। অটোগ্রাফ দিচ্ছেন অকাতরে। নজরুল গবেষক আসাদুল হক সাহেবকে দেখে বললেন, 'আস, আমার পাশে বস।' তিনি গিয়ে তাঁর পা ছুঁয়ে পাশে বসলেন। কথাচ্ছলে বললেন, 'তুমি এত লোককে অটোগ্রাফ দিচ্ছ, তোমার সাথে আমার এতদিনের পরিচয়, আমাকে তো একটা অটোগ্রাফ দিলে না কোনোদিন।' তিনি ঘাড় বাঁকিয়ে বললেন, 'তাই।' পাশে রাখা রাইটিং প্যাডটা টেনে নিলেন। লিখলেন ছয় লাইনের কবিতা।

প্রিয়,
আসাদুল, আমাদের
নজরুল,
আমাদের প্রিয় নজরুলের
আরো একটা অতুল রূপ তোমাদের
কাছে বাঁধা থাকবে- এটা
দারুণ আনন্দের কথা
দীপালি নাগ

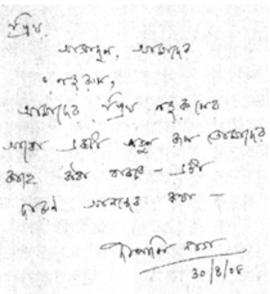

৩০/০৮/০৮

'নতুন গতি সাহিত্য পুরস্কার ২০০৮' গ্রহণের সুবাদে আসাদুল হক সাহেবকে কলকাতা যেতে হলো। কলকাতা গিয়েই তিনি চেনা-জানাদের কাছে দীপালি নাগ দিদির কুশলাদি জিজ্ঞেস করে জানলেন, শান্তি নিকেতনের এক অনুষ্ঠানে যাবার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় পা ভেঙ্গেছে। চিন্তা করলেন নির্ঘাত তাহলে বাসায়, বেডরেস্ট। ২৬ এপ্রিল পুরস্কার গ্রহণ করে ২৯ তারিখেই ছুটলেন বেহালা, কলকাতার উদ্দেশ্যে দীপালি নাগ তালুকদারের বাড়ি। বাসায় গিয়ে শুনলেন তিনি অফিস করছেন টালিগঞ্জে। গেলেন সেখানে। দেখলেন ভীষণ ব্যস্ত। ওনাকে দেখে কী যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছিলেন তা' লিখে বুঝানো যাবে না। আসাদুল হক সাহেব তাঁর পা ছুঁতে ছুঁতে অনুযোগ করে বললেন, 'তোমার এই শরীরে কাজ করছ কেন? বিশ্রাম নাও।' অদ্ভুত হাসি ছড়িয়ে তেজদীপ্ত উচ্চারণে তিনি আসাদুল হক সাহেবকে বললেন, 'আমি অত সহজে মরছিনে। ওই সব পা ভাঙ্গা-টাঙ্গা আমি কেয়ার করি না।' তিনি আরো বললেন, 'জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি কাজের মধ্যে, সুরের মধ্যে থেকে মরতে চাই। ঘরে বসে থাকতে আমার ভালো লাগে না। আমি যা কিছু শিখেছি তা যে দিয়ে যেতে পারছি সেটা অনেক বড় বিষয়। তোমরা আমাকে আশির্বাদ কর। আমি যেন হাসতে হাসতে মরতে পারি, জরাজীর্ণ, ক্লান্ত হয়ে নয়।'

কাজ ছাড়া তিনি এক মুহূর্তও থাকতে পারতেন না। আর চলাফেরায়ও কারো সহযোগিতা তিনি চাইতেন না পারতপক্ষে। ভাঙ্গা পা নিয়েই অনেকটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতেন। অসুস্থতা কাটিয়ে ওঠার আগেই আবার হঠাৎ পা ফসকে পড়ে গিয়ে মাথা ফাটালেন। আবার হাসপাতাল। ছোট একটা অপারেশনও হলো। গুজরাট থেকে ছেলে দীপাঙ্কর নাগ চৌধুরী এলেন। সুস্থ হলেন বটে কিন্তু স্মৃতি কিছুটা বিভ্রাটের পর্যায়ে চলে গেল। তারপরও কলকাতা-শান্তি নিকেতন ছাড়তে চাননি তিনি। তাই একটু সুস্থ হলেই ছেলেকে চলে যেতে হলো গুজরাটে। কিন্তু মা বলে কথা। আবার ফিরে এসে অনেকটা জোর করেই তাঁকে নিয়ে তোলেন গান্ধীনগর নিজের বাসায়। ইচ্ছা মাকে কিছুটা সেবা-শুশ্রুষা দেবেন। কিন্তু দীপাঙ্করকে সে সুযোগ তিনি দিয়েছেন মাত্র মাসখানেক।

২০ ডিসেম্বর ২০০৯, রবিবার বেলা ১২:৩০ মিনিটে ৮৭ বছর বয়সে তিনি ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে পরলোকে পা বাড়ালেন। আশির্বাদ করি, পরম করুণাময় তাঁর আত্মার সদ্‌গতি করুন।

শিল্পী দীপালি নাগ তালুকদার এবং নজরুল গবেষক আসাদুল হক সাহেবের কথোপকথন, স্মৃতিচারণসহ আসাদুল হক সাহেবের দু'টি লেখাকে পুঁজি করে আমার আজকের লেখা। সহায়ক-মাসিক সরগম, ৪র্থ বর্ষ ॥ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ॥ ১ মার্চ, ২০০০ এবং মাসিক সরগম ১৪ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৪ ॥ জানুয়ারি, ২০১০।

লেখক পরিচিতি: **এএফএম ফতেউল বারী রাজা**, বিশিষ্ট নজরুল গবেষক।